

সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদী শক্তির ভিত আরও পাকাপোক্ত হবে॥ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে বিপর্যস্ত

মোশতাক আহমেদ ॥ ভোট রাজনীতিতে বহুল বিতর্কিত কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতির ঘোষণায় শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তারা বলেছেন, জঙ্গীবাদ থেকে শুরু করে নানা কারণে বিতর্কিত পশ্চাৎপদ স্বতন্ত্র এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী না করেই স্বীকৃতিদান সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যতকেই বিপর্যস্ত করে তুলবে। কেউ কেউ বলছেন এতে করে সাম্প্রদায়িকতা ও বিরাজমান জঙ্গীবাদী শক্তির ভিত আরও পাকাপোক্ত হবে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এই ধরনের ইটকாரী সিদ্ধান্ত দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের এক নুপরিবর্তিত নীলনকশা হিসেবেও কেউ কেউ মত দিয়েছেন। ইসলামী ছাত্রসেনার নেতারা বলছেন, হযরত মালীর (রাঃ) খেলাফতকালে যারা ইসলাম থেকে খারিজ প্রায় পনের শ' বছর ধরে ত্যাগ করে

জোট সরকারের শরিক ইসলামী ঐক্যজোটের একাধারে চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী জনকণ্ঠে জঙ্গীবাদ থেকে শুরু করে উত্থাপিত অভিযোগ জব্বার করে বলেছেন, পাশ্চাত্যে অনেক কিছুই বলে। সব কি ঠিক হয়?

সোমবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতির ঘোষণা দেন। এতে কওমী শিক্ষা সর্বোচ্চ স্তর দাওয়া হাদিস হবে এমএ ইসলামিয়াত এ্যারাবিক ডিগ্রী। আগামী এক মাসের মধ্যে এই ঘোষণা বাস্তবায়ন করা হবে। কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক দল চাপের মুখে আগামী নির্বাচনে ভোট রাজনীতি বিবেচনাতেই জোট সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয় বা অভিযোগ উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর থেকে সমালোচনা শুরু হয়। এ নিয়ে জনকণ্ঠের পক্ষে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদের সঙ্গে কথা বললে তারা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। অনেকে বিবৃতি দিয়ে, সভা করে এ ঘোষণার সমালোচনা করেছেন। তবে সরকারের শে মুহূর্তে এক মাসের মধ্যে এই ঘোষণা বাস্তবায়ন হবে কিনা নিয়ে কওমী মাদ্রাসার শোকজনও সন্দেহান।

ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন এভাবে কওমী মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দান সংবিধান শিক্ষানীতি এবং বিশ্বমানের শিক্ষার পরিবেশবিরোধী। কওমী মাদ্রাসার ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, তার কোন নিয়ন্ত্রণ মানতেও রাজি নয়। আর এই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাক্রম, ইতোমধ্যে এসব মাদ্রাসাকে জঙ্গী, সন্ত্রাস কারখানায় পরিণত করেছে। সে কারণে এই শিক্ষাকে সংশোধন এবং তাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী না করে স্বীকৃতি দান সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যতকেই বিপর্যস্ত করে তুলবে। কেবল তাই নয়, এই স্বীকৃতি মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যেও বিভক্তি সৃষ্টি করবে এবং প্রচলিত ইসলামী শিক্ষা

কওমী মাদ্রাসা স্বীকৃতির তীব্র প্রতিক্রিয়া

গতদেরকে সরকার স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে খাল কেটে মির আনার মতো জঘন্য কাজ করেছে। কারণ এই মাদ্রাসাগুলো ইতোমধ্যে বোমা তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্রে যখন কওমী মাদ্রাসার সরকারী স্বীকৃতি নেই, সেখানে বাংলাদেশের মতো দেশে কিভাবে এই মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দেয়া হয়। একটি সত্র বলেছে সরকারের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর বেশ কিছু কওমী মাদ্রাসায় জঙ্গী রয়েছে এমন খ্যা সরকারকে দেয়ার পরও এই মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দেয়া হলো।

বিশ্ব কওমী মাদ্রাসা সনদের প্রতিক্রিয়া